ইউনিট ১৭

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

ভূমিকা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ক্ষমতা পৃথক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে অর্পণ করা যাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের এই ধারণা প্রাচীনকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকটও পরিচিত ছিল। এরিস্টটল, পলিবিয়াস, সিসেরো প্রমুখ চিন্তাবিদগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগেও এই মতবাদের সমর্থন মিলে। মধ্যযুগে মার্সিলিও অব পাদুয়া ও জিন বডিন এবং আধুনিক যুগে হবস, লক প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই মতবাদ সমর্থন করেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মন্টেস্কু সুস্পষ্ট নীতি হিসেবে স্বতন্ত্রীকরণকে সমর্থন করেন। কিন্তু পরিপূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে দেখা যায় না। এটি কাম্যও নয়। তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সাথে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্যের নীতির কাম্যতা অনেকেই স্বীকার করেন।

পাঠ– ১ ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি – তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাদের মতামত

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে এ্যারিস্টটল, পাদুয়ার মার্সিলিও, জীন বদিন ও মন্টেস্কুর মতামত জানতে পারবেন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা করতে পারবেন।

১৭.১.১ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। যেমন– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ আইন তৈরি করে, শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসন করে এবং বিচার বিভাগ আইন লঙ্ঘনকারীর বিচার করে শাস্তি প্রদান করে। তবে সরকারের এই তিন ধরনের ক্ষমতা কোন এক বিভাগের হাতে থাকা ঠিক নয়। তাতে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। তাই প্রত্যেক বিভাগ আলাদা লোক দ্বারা আলাদাভাবে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যবস্থাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলে।

ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ক্ষমতা পৃথক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে অর্পণ করা যাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

১৭.১.২ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণ ও তাঁদের মতামত

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি নতুন নয়। মহামতি এরিস্টটল তিন ধরনের ক্ষমতা বণ্টনের কথা বলেছেন। তিনি সরকারকে (ক) আলোচনামূলক, (খ) শাসন সম্পর্কীয় ও (গ) বিচার বিষয়ক এই তিন ভাগে ভাগ করেন। এই তিনটি কাজের একত্রীকরণ হলে প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পাবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। মার্সিলিও অব পাদুয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জোরালো সমর্থক ছিলেন। তিনি রোমান সম্রাটদের যুগে এবং সামন্তবাদী মধ্যযুগে লুপ্ত হওয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে পুনর্জীবিত করেন। তিনি সরকারের আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জীন

বদিন সম্রাট কর্তৃক বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করেন এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার পক্ষে রায় দান করেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্থায়ী আসন দেন মন্টেস্কু। ১৭৪৮ সনে তিনি তার *'The spirit of laws'* গ্রন্থে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেন। এজন্য তাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল প্রবক্তা বলা হয়। মন্টেস্কু মনে করেন যে, প্রত্যেক সরকারের তিন ধরনের ক্ষমতা রয়েছে– আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা। তিনি বলেন যে, এই তিনটি ক্ষমতা অথবা এর যেকোনো দুটি এক হাতে বা এক ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে একত্রিত হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হবে।

১৭.১.৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিপক্ষে সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ :

(১) সরকারের ক্ষমতা বিভাজন নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সমালোচকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা মূলত দু'টি– আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। এই মত অনুযায়ী বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের শাখা মনে করা হয়। অপরপক্ষে নির্বাচকমণ্ডলী ও স্থায়ী কর্মচারীদেরকে সরকারের পৃথক শাখা হিসেবে মনে করে কেউ কেউ আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রশাসন বিভাগ এই পাঁচ ধরনের শাখা ও ক্ষমতা বন্টনের কথা বলেছেন।

(২) সমালোচকগণ মনে করেন যে, সরকারের ক্ষমতার বণ্টন কাম্য নয় বরং বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার মধ্যে ফলপ্রদ ও কার্যকর ভারসাম্য রক্ষা করাই উত্তম। তারা বলেন যে, সরকার একটি জৈব সমষ্টি। তাই দক্ষতার অপচয় না ঘটিয়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। এটি কাম্যও নয়। লাস্কি বলেন, "শাসন ব্যবস্থার তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আনবে এবং সমঝোতা নষ্ট করবে। ফলে শাসন কার্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।"

(৩) বাস্তবে এই নীতির প্রতিফলন দেখা যায় না। শাসন বিভাগ আইন সংক্রান্ত অনেক কাজ, আইন বিভাগ শাসন সংক্রান্ত কিছু কাজ এবং বিচার বিভাগ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু কাজ করে থাকে। তাই বাস্তবে এই নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয়।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করলেই ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা পাবে এটি ঠিক নয়। কোন বিভাগকে একচেটিয়া ক্ষমতা দিলে সে বিভাগ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চরম স্বৈরাচারী হতে পারে। তাই ক্ষমতা বিভক্তিকরণ এবং সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করাই উত্তম।

(৫) ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, সংগতও নয়। সরকার একটি যৌথ সত্তা। এর তিনটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিভাগগুলোকে বিচ্ছিন্ন করলে রাষ্ট্রের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এমনকি বিভাগগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। তাই পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। এছাড়া সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণস্বতন্ত্রীকরণ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তা সঙ্গতও নয়।

সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বকে একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একই হাতে সকল ক্ষমতার সমাবেশ হতে দেওয়া যাবে না। কারণ চরম ক্ষমতা ক্ষমতাধারীকে চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে। আবার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিভাজনও করা চলবে না। তাতে সরকার অচল হয়ে পড়বে। তাই বাস্তবে এই নীতি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির আলোকে পালন বাঞ্ছনীয়।

সার-সংক্ষেপ

আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে পৃথকভাবে এই তিনটি ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়াকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের এই নীতি নতুন নয়। অতি প্রাচীনকালে এরিস্টটল আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করার কথা বলেছেন। মার্সিলিও অব পাদুয়া, জীন বডিন প্রভৃতি মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফলের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন মন্টেস্কু। তার মতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান প্রবক্তা কে ?
ক. হবস
খ. ভাইসী
গ. লক
ঘ. মন্টেস্কু

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের জন্য কি করা প্রয়োজন ?
ক. সরকারের অঙ্গগুলোকে ক্ষমতাশূন্য করা
খ প্রত্যেক বিভাগকে পৃথক ক্ষমতা দেওয়া
গ. বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কার্যকর ভারসাম্য রক্ষা করা
ঘ. এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের সম্পর্ক না রাখা

পাঠ- ২ : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতি, বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতি বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৭.২.১ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভাগ করে দিতে হবে এবং কোন বিভাগ অন্য বিভাগের ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে যদি ঠিক এভাবেই দেখা হয় তাহলে এক একটি বিভাগ চরম ক্ষমতা পেয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। তাকে বাধা দেওয়ার কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না। বাস্তবে এরূপ ভাগ করাও সম্ভব নয়। কারণ সরকার একটি জৈব সমষ্টি, একটি কাজের সাথে অন্য কাজের একটি সম্পর্ক থাকে। আবার একটি বিভাগের কাজের প্রভাব অন্য বিভাগের উপর পড়ে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে তাই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতা বিভাজন করতে হবে কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কেউ যেন স্বৈরাচারী হতে না পারে সেজন্য অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই সংবিধান সুস্পষ্টভাবে শাসন ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও বিচারের ক্ষমতাকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু একইসাথে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রেসিডেন্ট যেন স্বৈরাচারী না হতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি বা সন্ধি করতে হলে মার্কিন আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষ সিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। প্রসিডেন্ট অভিযুক্ত বিবেচিত হলে তাঁকে অপসারণ করার দায়িত্ব সিনেটই পালন করে থাকে। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্টও আইনসভার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন। তিনি কংগ্রেস প্রণীত কোন আইনে ভেটো প্রদান করে তা বাতিল করতে পারেন। কংগ্রেসে বক্তৃতা বা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েও তিনি কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন বা প্রেসিডেন্টের কোন সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্মত না হলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল ঘোষণা করতে পারে। আবার বিচারকগণ নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েও নিয়ন্ত্রিত হন। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় বাস্তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির কার্যকারিতা রয়েছে।

১৭.২.২ বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। দলের নেতা হন প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী সংসদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সুতরাং শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়নে মন্ত্রিসভা নেতৃত্ব দেন। মন্ত্রিগণ শাসন ক্ষমতার মালিক হলেও আইন সভার নিকট জবাবদিহি করেন। শাখাগতভাবে পৃথক বিচার বিভাগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারককে নিয়োগ দান করবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করবেন। এভাবে বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

বাস্তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কোথাও পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হয় নাই। কেননা সরকার একটি জৈব সমষ্টি এবং একে নিশ্ছিদ্র কক্ষে ভাগ করা যায় না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য নয়। তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সাথে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ক্ষমতার ভারসাম্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
বাংলাদেশেও চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির প্রয়োগ হয়নি। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ফলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ শাসন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে নেতৃত্ব দেন। তদ্রূপ মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের আস্থা সাপেক্ষে স্বপদে বহাল থাকেন এবং আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিচারপতিদের পৃথক সত্তা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করলে কোন একটি বিভাগ কি হতে পারে ?
ক. কর্মদক্ষ
খ. অদক্ষ
গ. স্বৈরাচারী
ঘ. সুনিয়ন্ত্রিত

২। কোন দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় ভারসাম্য নীতি প্রচলিত আছে ?
ক. বাংলাদেশে
খ. ভারতে
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
ঘ. নেপালে

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ কাকে বলে? –১৭.১.১
২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান প্রবক্তা কে? তার মত কি? –১৭.১.২ শেষ অনুচ্ছেদ
৩। ভারসাম্য নীতি কি? –১৭.২.১ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কি বুঝেন? ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্ত াবিদদের বক্তব্য তুলে ধরুন। –১৭.১.১ ও ১৭.১.২
২। ‘ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, সংগতও নয়’। –ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করুন। –১৭.১.৩
৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতির পারস্পরিক কার্যকারিতা বর্ণনা করুন এবং বাংলাদেশে এই উভয় নীতির কার্যকারিতা আলোচনা করুন। –১৭.২.১ ও ১৭.২.২

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। গ, ২। গ